দুর্গা তাহা লক্ষ্যই করিল না, অবশ্য লক্ষ্য করিলেও সে গ্রাহ্য করিত না। তাচ্ছিল্যের একটা বাঁকা-হাসির শাণিত ছুরিতে উহাকে টুকরা-টুকরা করিয়া ধুলায় লুটাইয়া দিত। তেমনি উপেক্ষার ভঙ্গিতে সে বলিয়া গেল—আমাদের বউটার আবার এই বুড়ো বয়সে ছেলেপিলে হবে! আমি তাই এখন থেকে ভাবছি—সেই ট্যা-ট্যা করে কাঁদবে, পাখীর বাচ্চার মতো ক্ষণে ক্ষণে ক্যাঁথা কাপড় ময়লা করবে,—মা গো: !—মুহূর্তে পদ্মের বিচিত্র রূপান্তর হইয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল—কোন্ দেবতার দোর ধরেছিল তোমাদের বউ?

—দেবতা? দেবতা তো অনেককেই দয়া করেছে। তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—শেষ ওই ঘোষালের—

—ঘোষালেরা কবচ দেয় নাকি?

—মরণ তোমার! ওই হরেন ঘোষালের সঙ্গে বউ-এর এতকালে আশনাই হয়েছে। বউ তো আর বাঁজা নয়, তাই সন্তান হবে।

পদ্ম স্থিরদৃষ্টিতে দুর্গার দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—শুধু তো মেয়েই বাঁজা হয় না, পুরুষেরও দোষ থাকে। তা, জান না বুঝি? সে দৃষ্টান্ত দিতে আরম্ভ করিল; আশ-পাশ গ্রামের বহু দৃষ্টান্তই সে জানে। এই জীবনের—এই পথের পথিকদের প্রতিটি সংবাদ সে জানে, প্রতিটি জনকে চেনে। তাহারা হয় তো আড়াল দিয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া চলিতে চায়—কিন্তু সে যে অহরহ পথের উপর অনবগুণ্ঠিত মুখে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছে পথের যাযাবরীর মত; ওই পথেই যে সে বাসা বাঁধিয়াছে।

শীতের দিন—জলের হিম মানুষের দেহে যেন সূচ ফুটাইয়া দেয়। সকাল বেলাতেই দুইবার স্নান করিয়া পদ্মের শরীর যেন অসুস্থ হইয়া পড়িল। সমস্ত দিনেও বেচারী সে অসুস্থতা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। রান্নাশালায় আগুনের আঁচেও সে আরাম পাইল না। রান্নাবান্না শেষ করিয়াও সে কিছু খাইল না, সমস্ত অনিরুদ্ধের জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিল। কর্মকার সকালেই খাবার বাঁধিয়া লইয়া ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংসনে তাহার নূতন কামারশালায় গিয়াছে।

অপরাহ্ণে সে ফিরিল। পদ্ম চুপ করিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিল, অসুস্থ উদাসীনতা তাহার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট! অনিরুদ্ধ একে ক্লান্ত, তাহার উপর পথে দুর্গার বাড়ীতে খানিকটা মদ খাইয়া আসিয়াছে। পদ্মের ভাবভঙ্গি

দেখিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নির্বাক পদ্মের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ প্রচণ্ড চীৎকার করিয়া উঠিল—বলি, তোর হল কি?

পদ্ম এতক্ষণে অনিরুদ্ধের দিকে চাহিল।

অনিরুদ্ধ আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—হল কি তোর?

শান্তস্বরে পদ্ম জবাব দিল—কি হবে? কিছুই হয় নাই। শরীরের অসুস্থতার কথা অনিরুদ্ধকে বলিতেও তাহার ইচ্ছা হইল না, ভালও লাগিল না। পাথরকে দুঃখের কথা বলিয়া কি হইবে? অরণ্য-রোদনে ফল কি? কথার শেষে একটি বিষণ্ণ মৃদুহাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া অনিরুদ্ধ বলিল - তবে? তবে, উদাসিনী রাই-এর মত বসে রয়েছিস—চালকাঠের দিকে চেয়ে?

মুহূর্তে পদ্ম যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—তাহার অলস শিথিল দেহের সর্বাঙ্গে চকিতের জন্য একটি অধীর চাঞ্চল্য যেন খেলিয়া গেল, ডাগর চোখ দু'টি ক্রোধে রক্তাভ, উগ্রভঙ্গিতে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অনিরুদ্ধের মনে হইল—দুই টুকরা লোহা যেন কামারশালার জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে আগুনের চেয়েও দীপ্তিময় এবং উত্তপ্ত হইয়া গলিবার উপক্রম করিতেছে। পদ্মের দেহখানা পর্যন্ত জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দুঃসহ উত্তাপ ছড়াইতেছে। এ মূর্তি পদ্মের নূতন। অনিরুদ্ধ ভয় পাইয়া গেল। এইবার পদ্ম কি বলিবে, কি করিবে—সেই আশঙ্কায় সে অধীর অস্থির হইয়া উঠিল। পদ্ম কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। তাহার ক্রোধ পাত্রে-আবদ্ধ জ্বলন্ত ধাতুর মতোই তাহার দৃষ্টি ও দেহভঙ্গির মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হইয়া রহিল;—কেবল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অনিরুদ্ধ দেখিল - পদ্ম যেন কাঁপিতেছে; সে শঙ্কিত হইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল—কি হল পদ্ম? পদ্ম!

সর্বদেহ সঙ্কুচিত করিয়া পদ্ম বোধ হয় অনিরুদ্ধের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু পারিল না—কাঁপিতে কাঁপিতেই সে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

* * *

অনিরুদ্ধ ছুটিয়া জগন ডাক্তারের কাছে চলিয়াছিল।

পথে চণ্ডীমণ্ডপের উপরে ডাক্তারের আস্ফালন শুনিয়া সে চণ্ডীমণ্ডপেই উঠিয়া আসিল। চণ্ডীমণ্ডপে তখন গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই আসিয়া

সমবেত হইয়াছে। ডাক্তার কেবল আস্ফালন করিতেছে—দরখাস্ত করব। কমিশনারের কাছে টেলিগ্রাম করব।

উর্দি-পরা একজন সরকারী পিওন চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালের গায়ে একটা নোটিশ লট্‌কাইয়া দিতেছে! "আগামী ৭ই পৌষ হইতে এই গ্রামে সার্ভে-সেটেল্‌মেণ্টের খানাপুরী আরম্ভ হইবেক। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন-আপন জমির নিকট উপস্থিত থাকিয়া সীমানা সহবদ্দ দেখাইয়া দিতে আদেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য করা যাইবেক।"

গ্রামের লোকগুলি চিন্তিতমুখে গুঞ্জন করিতেছে।

শ্রীহরি ও গোমস্তা কথা বলিতেছে সেটেল্‌মেণ্ট হাকিমের পেশ্‌কারের সঙ্গে।—মাছ—একটা বড় মাছ!

দেবু নীরবে একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। অনিরুদ্ধ তাহারই কাছে ছুটিয়া গেল। ভংসন হইতে ফিরিবার পথে দুর্গার বাড়ীতে সে সকালবেলার কথা সব শুনিয়াছে। দেবুকে সে বরাবরই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে; সেদিন সে তাহার উপর রাগ ঠিক করে নাই—অভিমানই করিয়াছিল। আজও দুর্গার কাছে সব শুনিয়া, দেবুর উপর তাহার অভিমান দূর হইয়া প্রগাঢ় অনুরাগে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে!

আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে সে বলিল—দেবু ভাই!

—কি, অনি ভাই, কি হল?

অনিরুদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল।

* * *

দেবুই জগন ডাক্তারকে ডাকিল,—শীগ্‌গির চল, অনিরুদ্ধের স্ত্রীর মূর্ছা হয়েছে।

জগন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে অনিরুদ্ধের দিকে একবার চাহিল, তারপর নিজেই অগ্রসর হইয়া হইয়া ডাকিল—এস তাহলে।

সেটেল্‌মেণ্ট সংক্রান্ত বক্তৃতা আপাততঃ মুলতবী থাকিল; চলিতে চলিতে সে আরম্ভ করিল গ্রাম্য লোকের অকৃতজ্ঞতার উপর এক বক্তৃতা।—'তবু আমার কর্তব্য করে যাব আমি। চিকিৎসক যখন হয়েছি তখন ডাকবামাত্র যেতে হবে আমাকে, যাব আমি! তিন পুরুষ ধরে গাঁয়ে ফি দেয়নি, আমিও নেব না ফি!' ফি? ডাক্তার হাসিল—'ওষুধের দামই কেউ দেয় না তো—ফি!'

দেবু পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া বলিল—বিড়ি খাও ডাক্তার।

—দাও। বিড়িটা দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া ডাক্তার বলিল—তোমায় খাতা

দেখাব পণ্ডিত—দশহাজার টাকা! আমাদের দশহাজার টাকা ডুবিয়ে দিলে লোকে, অথচ খাতিরের লোক হল মহাজন—যারা সুদ নেয়; কঙ্কণার বাবুরা—ছিরে পাল—এরাই।

জগনের ডাক্তারখানার সম্মুখেই সকলে আসিয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তারখানা হইতে একটা শিশি লইয়া ডাক্তার বলিল—চল। এক মিনিট—এক মিনিটেই চেতন হয়ে যাবে; ভয় নেই।

চৌদ্দ

আকাশের ভোরের আলো ভাল করিয়া তখনও ফোটে না,—দেবু বিছানা ছাড়িয়া উঠে। শৈশব হইতেই তাহার এই অভ্যাস। একা দেবুর নয়—পল্লীর অধিকাংশ লোকই, দিন সুরু হইবার পূর্ব হইতেই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে। মেয়েরা উঠিয়া দুয়ারে জল দেয়, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করে, নিকায়, পুরুষেরা গরু বাছুরকে খাইতে দেয়। ইহা ছাড়াও যাহার বাড়ীতে যখন অতিরিক্ত কাজ থাকে—যেমন ধান ভানার কাজ, তখন তাহার বাড়ীতে জীবনের সাড়া জাগিয়া উঠে রাত্রির শেষ প্রহর হইতে। রাত্রির নিস্তব্ধ শেষ-প্রহরে ঢেঁকির শব্দ উঠে দুম-দুম-দুম করিয়া একটি নির্দিষ্ট তালে; মৃদু কথা-বার্তার সাড়া পাওয়া যায়, কেরোসিনের ডিবের আলোর আভাস জাগে। পল্লীর এই সময় এই নূতন ধানের সময় অনেক বাড়ী হইতে ঢেঁকির সাড়া উঠেই। আজ কোন বাড়ীতেই সাড়া উঠে নাই। 'ইতুলক্ষ্মী'র পর, শস্যের উপর ঢেঁকির আঘাত দিতে নাই; আজ সঞ্চয়ের দিন।

বিলুকে দেবু বলিল—দেখ, আজ বাইরের উঠানটাও নিকুতে হবে! গোমস্তা এসেছে—এখন কিছুদিন বাড়ীতেই পাঠশালা বসবে।

গোমস্তা আসিয়াছে, চণ্ডীমণ্ডপে এখন গোমস্তার কাছারী বসিবে। গ্রাম্য দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত হিসাবে চণ্ডীমণ্ডপের মালিক জমিদার, তবে সাধারণের ব্যবহার্য স্থান—সাধারণের ব্যবহারের অধিকার আছে। সেই অধিকারেই গ্রামের লোক ব্যবহার করে—সেই দায়িত্বে চণ্ডীমণ্ডপটির রক্ষণা-বেক্ষণও তাহারাই করে। চাঁদা করিয়া খড় তুলিয়া তাহারাই ছাওয়ায়, প্রয়োজন হইলে ভাঙা-ফুটা তাহারাই মেরামত করায়, এমন কি চণ্ডীমণ্ডপটি তাহারাই একদা নিজেরা চাঁদা তুলিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। সে অনেক পূর্বের কথা,—তখনকার জমিদার মালিক হিসাবে তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন মাত্র! তাহার অধিক দিয়াছিলেন গোটা দুই তাল গাছ—চাল কাঠের জন্য।

চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করিয়া দেবু মাঠের দিকে বাহির হইয়া গেল; গ্রামের প্রবীণারা তখন বাবা-শিব ও মা-কালীর দুয়ারে জল ছিটাইয়া প্রণাম করিতেছে। জলে-জলে দেবতার ঘরের চৌকাঠের নিচের কাঠ এককেবারে পচিয়া খসিয়া গিয়াছে, কপাটের নিচের খানিকটাও ক্ষয়িষ্ণু হইয়াছে। এবার মেরামত না করাইলে পূজার সময় ভোগের সামগ্রীর গন্ধে বিড়াল তো ঢুকিবেই—কুকুর প্রবেশ করিলেও আশ্চর্য হইবার কিছু থাকিবে না।

খোঁড়া পুরোহিত বলে—এত করে জল দিও না, মা-সকল, জল একটুকুন কম করেই দিও; তোমাদেরই পরনোকের পথে কাদা হবে, পেছল হবে—তাতেই বলছি। শেষে রথের চাকা গেড়ে গিয়ে আর উঠবে না।

মোড়ল-পিসি মুখের মত জবাব দেয়, বলে—রথের ঘোড়া তো আর তোমার ওই তে-ঠেঙে বেতো ঘোড়া নয়, ঠাকুর; তার লেগে আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

পুরোহিত হাসিয়া বলে—আমার ঘোড়া সেই রথের ঘোড়ারই বাচ্চা মোড়ল-পিসি। আমার ঘোড়ার তো তিনটে ঠ্যাঙ, ওর মা-বাবার মাত্তর দুটো, শোন নাই, "ডান ঠ্যাঙটা লটর-পটর, বাঁ ঠ্যাঙটা খোঁড়া, বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া।"

জগন ডাক্তার বলে আরও কর্কশ কঠোর কথা, বলে—কেউ চোর, কেউ ছ্যাঁচড়, কেউ ছেনাল; হিংসুটে-বদমাস—কুঁদুলি তো সবাই; সকালে আসেন সব পুণ্যি করতে! নিয়ম করে দাও, দেবতার দোরে জল দিতে হলে সবাইকে রোজ একটি করে পয়সা দিতে হবে; দেখবে একজনাও আর আসবে না। দেখ না পুকুরের জল সব ঘড়া-ঘড়া আনছে আর ঢালছে।

দেবু কোন কথাই বলে না। জগনের কথা অবশ্য মিথ্যা নয়; যে অপবাদ সে দেয়, তাহা অনেকাংশেই সত্য। কিন্তু নিত্য-নিয়মিত প্রথম প্রভাতে দেবু যখন ইহাদের দেখে, তখন ওই পরিচয়গুলির কোন চিহ্নই তাহাদের চোখে-মুখে ভাবে-ভঙ্গিতে সে দেখিতে পায় না। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একদল মানুষকে সে দেখে। তখন ইহারা প্রত্যেকেই যেন এক এক কল্পলোকের যাত্রী! ইহারা যদি সদা সর্বদা এমনই মানুষ থাকিত! কিন্তু এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া বাড়ীতে পা দিতে না-দিতেই প্রতিটি জনই আবার নিজমূর্তি ধারণ করে। কেহ আপনার দুঃখকষ্টের জন্য ভগবানকে শতমুখে গালি পাড়ে; কেহ হয়তো ঘাট হইতে অন্যের বাসন তুলিয়া লয়, কেহ হয়তো রাস্তায় প্রতীক্ষা করে 'পাইকারের' অর্থাৎ গরু-বাছুরের দালালের,—বুড়ো গাইটাকে বেচিয়া